গাংনীতে দুই বিএনপি কর্মী গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুই বিএনপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে নাশকতার অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি করেছে পুলিশ।

বৃহষ্পতিবার রাতে তাদেরকে নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেফতারকৃত কর্মীরা হচ্ছেন- গাংনীর তেরাইল গ্রামের রকবুল হোসেনের ছেলে মন্টু মিয়া(৫০) ও বাওট গ্রামের মওলা বক্সের ছেলে সিরাজুল হক(৫৫)। দুজনকেই শুক্রবার সকালে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, গত ২৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় গাংনী শহরে ছাত্রলীগের মিছিল চলাকালীণ সময়ে ককটেল বিষ্ফোরণ ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তিনটি ককটেল উদ্ধার করে। বিএনপি কর্মীরা ছাত্রলীগের উপর ককটেল হামলা করে উল্লেখ করে সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু একটি মামলা করেন। ওই মামলার আসামী হিসেবে মন্টু মিয়া ও সিরাজুল হককে গ্রেফতার দেখিয়ে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়।

কোটচাঁদপুর থেকে ৩টি ককটেল ও ৫টা পেট্রোল বোমা উদ্ধার, আটক ২

পৌর বিএনপির অফিসের পিছন থেকে ৫ টি ককটেল ও ৩ টি পেট্রোল বোমা উদ্ধার করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। ওই ঘটনায় পুলিশ দুইজনকে আটক করেছেন। বৃহস্পতিবার তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,বুধবার রাতে কোটচাঁদপুর পৌর

বিএনপির অফিসের পিছন থেকে ৫ ককটেল ও ৩ টি পেট্রোল বোমা উদ্ধার করেছেন।
ওই ঘটনায় কামরুল হাসান (কাকন) বাদি হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করেছেন। যার নাম্বার- ৩,তারিখ- ৭-১২-২২।

ওই মামলায় দুইজনকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের একজন কোটচাঁদপুর উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে মোয়াজ্জেম হোসেন ও কোটচাঁদপুর পৌরসভার ভবানিপুর গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে ওয়াসিম হোসেন।

পারিবারিক সুত্রে জানা যায়,ওয়াসিম হোসেন কোটচাঁদপুর পৌর শহরের মোবাইল ব্যবসায়ি,সে কোন দল করেন না। অন্যদিকে মোয়াজ্জেম হোসেন সাবদারপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি। সে পেশায় একজন কৃষক। ঘটনার দিন মোয়াজ্জেম হোসেন বাড়ির সামনে বসে ছিল। এ সময় পুলিশ তাকে আটক করেন। অন্যদিকে ওয়াসিমকে আটক করেন তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে থেকে।

কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হাসানুর রহমান বলেন, কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির অফিসের পিছন থেকে ৩ টি ককটেল ও ৫ টা পেট্রোল বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। ওই ঘটনায় ২ জনকে আটক করা হয়েছে। ওই ঘটনায় কামরুল হাসান বাদি হয়ে থানায় মামলা করেছেন। বৃহস্পতিবার সকালে তাদেরকে আদালতে পাঠিয়েছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

গাংনীতে নাশকতা মামলায় বিএনপি নেতা ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেফতার

গাংনী উপজেলা বিএনপির সহ সাংগাঠনিক সম্পাদক ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।

আজ শনিবার (৩ ডিসেম্বর) বিকালের দিকে গাংনী শহরের সিনেমাহল পাড়া এলাকার ভাড়া বাসায় পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমকে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩/৪/৬ ধারা ১৫(৩)/২৫বি তৎসহ ১৯০৮ বিস্ফোরক আইনে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাহিদুজ্জামান শিপুর দায়ের করা নাশকতা (মামলা নং ৩২, তারিখ ২৯/১২/২২) মামলায় তাকে অজ্ঞাত নামা আসামি হিসেবে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, জাহাঙ্গীর আলমকে নাশকতার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে শনিবার বিকালেই আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত সোমবার (২৮ নভেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলা শহরের পরিত্যক্ত সরকারি মৎস্য হ্যাচারি এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় মামলার এজাহার নামীয় এক নং আসামি গাংনী পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ও গাংনী পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর সাইদুল ইসলামকে আটক করা হয়েছে। আজকে মামলার অজ্ঞাত আসামি হিসেবে জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে মিথ্যা সাজানো মামলায় উপজেলা বিএনপি’র সহ সাংগাঠনিক সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু। তিনি বলেছেন, ১০ ডিসেম্বর ঢাকা ডাকা বিএনপির সমাবেশ বাঞ্চাল করার জন্য দেশব্যাপি বিএনপি নেতা কর্মীদের বাড়ি বাড়ি পুলিশী তল্লাশীসহ গ্রেফতার ও সাজানো মামলা দিচ্ছে। অবিলম্বে এই সাজানো মামলা থেকে তাদের অব্যহতি দেওয়ার দাবী জানান তিনি।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — —[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

ঝিনাইদহে বিএনপি,ছাত্রলীগ ও পুলিশের সংঘর্ষ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, আহত ১৫

ঝিনাইদহে বিএনপি ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে একজন ব্যাংক কর্মকর্তাসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। ভাংচুর করা হয়েছে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

আজ সোমবার (৭ নভেম্বর) দুপুরে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুপুরে মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক হত্যা দিবস উপলক্ষে সরকারি কেসি কলেজ থেকে একটি মিছিল বের করে জেলা ছাত্রলীগ।

অপরদিকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব চত্বরে বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন উপলক্ষে বিএনপি’র নেতাকর্মীরা জড়ো হতে থাকে। ছাত্রলীগের মিছিলটি শহরের পুরাতন ডিসি কোর্টের সামনে পৌঁছালে অপর দিক থেকে আসা বিএনপি’র মিছিলের নেতাকর্মীদের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে শুরু হয় ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও সংঘর্ষ। বিএনপি নেতাকর্মীদের ধাওয়া খেয়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা পিছু হটে যায়। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা শহরে পোস্ট অফিস মোড়ে অবস্থান করলে বিএনপি নেতাকর্মীরা জেলা যুবলীগের সভাপতি আশফাক মাহমুদ জনের মালিকাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করে।

পরে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা কর্মীরা মিছিল নিয়ে এসে বিএনপি’র অফিসে হামলা চালায়। পুলিশ উভয় পক্ষকে সরিয়ে দিতে গেলে ছাত্রলীগের সাথে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। একপর্যায়ে পুলিশ লাঠি চার্জ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বর্তমানে ঝিনাইদহ শহরে থমথমে অবস্থা বিরাজ করায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আশফাক মাহমুদ জন বলেন, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা শান্তিপুর্ণ মিছিল করছিলো। সেখানে বিএনপির নেতাকর্মীরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে আমাদের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মীকে আহত করেছে। তারা আমার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করেছে। তিনি

অভিযোগ করে বলেন, পুলিশের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের উপর হামলা করা হয়েছে।

এদিকে জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ বলেন, আমরা শান্তিপুর্ণ ভাবে বিপ্লব ও সংহতি দিবসের প্রোগ্রাম করছিলাম। সেখানে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালায়। যুবলীগ নেতার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ভাংচুরের বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাশার বলেন, উভয় পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। শহরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন মাসুদ অরুন

অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি চুয়াডাঙ্গার সাহেদ প্যালেসে বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

তিনি চুয়াডাঙ্গার আসমানখালী এলাকার বন্দরভিটা গ্রামের মৃত মহাম্মদ আলীর মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষিকা আমেনা খাতুনের সাথে তিনি গাঁটছড়া বাধেন। বিয়ের অনুষ্ঠানের পরিবারের সদস্য ও নিকটতম রাজনৈতিক সহকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মাসুদ অরুন মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা, ভাষা সংগঠক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এমপি আহমদ আলীর বড় ছেলে। তিনি ২০০১ সালে বিএনপির সরকারের আমলে মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন।

এদিকে, বিয়ের পিড়িতে বসায় মেহেরপুরের বিভিন্ন শেণী পেশার মানুষ তাঁর নতুন দাম্পত্য জীবনের শুভকামনা জানিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

দুই নেতার আত্মার মাগফিরাত কামনায় কোটচাঁদপুর বিএনপি’র দোয়া ও আলোচনা সভা

বিএনপি’র সাবেক স্থায়ী কমিটির সদস্য মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, যশোর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও দক্ষিণ বঙ্গের কৃতি সন্তান মরহুম তরিকুল ইসলাম ও বিএনপি’র সাবেক চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা সংসদ সদস্য, বীর মুক্তি যোদ্ধা, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সভাপতি মরহুম আলহাজ্ব মশিউর রহমানের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর শাখার উদ্দগে উপজেলা বিএনপির মেইন বাসস্ট্যান্ড দলিও কার্যালয়ে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাবেক পৌর মেয়র ও পৌর বিএনপি’র সভাপতি এস কে এম সালাউদ্দিন বুলবুল সিডলের সভাপতিত্বে দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সভাপতি এ্যাডঃ এম এ মজিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা,সাংগঠনিক সম্পাদক মাজেদুর রহমান পপ্পু, জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আবু বকর বিশ্বাস, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন খোকন, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, জেলা বিএনপি’র প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক মস্তফা সাইদ, জেলা বিএনপি’র শিশু বিষয়ক সম্পাদক ফারুকুল আলম শেখা, জেলা বিএনপি’র সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুর রহমান, উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন-অর- রশিদ, পৌর বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু প্রমুখ।

সে সময় উপস্থিত ছিলেন যুবদল, ছাত্রদল, শ্রমিকদল,কৃষকদল,সেচ্ছাসেবকদল সহ বিএনপি’র সকল অঙ্গ সংগঠনের

নেতা-কর্মী বৃদ্ধ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উপজেলা বিএনপি’র দপ্তর সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ভূইয়া, দোয়া পরিচালনা করেন জেলা বিএনপি’র উপদেষ্টা মাহবুব খান হানিফ।

কুষ্টিয়া থেকে খুলনাগামী বাস বন্ধ, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

কুষ্টিয়া থেকে খুলনাগামী কোনো বাস চলাচল না করায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।

শুক্রবার (২১ অক্টোবর) সকাল থেকে হঠাৎ করে এভাবে বাস চলাচল বন্ধের ফলে অনেকেই কাউন্টারে এসে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে বিকল্প হিসেবে ট্রেন ও প্রাইভেট কার ভাড়া করে খুলনায় যাচ্ছেন অনেকে।

শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে শনিবার (২২ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কুষ্টিয়া-খুলনা রুটে এ বাস চলাচল বন্ধ থাকবে বলে নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মাহাবুল ইসলাম।

তিনি জানান, খুলনায় জেলা বাস-মিনিবাস মালিক সমিতি ও খুলনা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন যৌথভাবে শুক্র-শনিবার বাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। যার কারণে খুলনা রুটে বাস চলাচল বন্ধ। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও মহাসড়কে নসিমন, করিমন, মাহিন্দ্রা, ইজিবাইকসহ তিন চাকার অবৈধ যানবাহন চলাচলের প্রতিবাদে পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে।

এদিকে কুষ্টিয়া থেকে খুলনাগামী বাস বন্ধ থাকায় কাউন্টারে আসা যাত্রীরা ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। আছিয়া বেগম নামে এক যাত্রী জানান, হুট করে এভাবে বাস চলাচল বন্ধের ফলে টার্মিনালে এসে ফিরে যেতে হচ্ছে। কয়েক দিন পরপরই বাস মালিক সমিতি বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে

এমন ধর্মঘট করায় সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়।

আরিফুল ইসলাম নামের আরেক যাত্রী জানান, বাস বন্ধ থাকায় ট্রেনে যেতে হবে। তাই টার্মিনাল থেকে ষ্টেশনে যাচ্ছি ট্রেন পাওয়ার জন্য।

সাধারণ যাত্রীদের পাশাপাশি খুলনাগামী শিক্ষার্থী ও চাকরি প্রত্যাশিরাও ভোগান্তির স্বীকার হচ্ছেন। সরেজমিনে শুক্রবার কুষ্টিয়া বাস টার্মিনাল থেকে খুলনাগামী কোনো বাস চলাচল করেনি। খুলনাগামী অধিকাংশ পরিবহনের কাউন্টার বন্ধ।

কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সাংসদ সোহরাব উদ্দিন অভিযোগ করেন, কেন্দ্র ঘোষিত খুলনা শহরের সোনালী ব্যাংক চত্বরে বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। যাতে আমাদের নেতাকর্মীরা সমাবেশ স্থলে পৌঁছাতে না পারে এজন্য বাস বন্ধ রয়েছে। এটা সরকারে একটা চক্রান্ত।

এছাড়া রাতে আমাদের নেতাকর্মীদের বাড়ীতে পুলিশ গিয়ে হয়রানিসহ কয়েকজনকে আটক করেছে। তারপরেও আমরা গণসমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য যাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, সরকার আমাদের সভা-সমাবেশ করার সাংবিধানিক অধিকারও কেড়ে নিচ্ছে।

কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সভাপতি সৈয়দ মেহেদী রুমী জানান, খুলনা বিভাগীয় গণসমাবেশ অংশ নেওয়ার জন্য আমাদের নেতাকর্মীরা বাসের পরিবর্তে ট্রেন, প্রাইভেট কার, ট্রাক, মোটরসাইকেলসহ অন্যান্য যানবাহন যেটা পাচ্ছে, তাতেই খুলনার দিকে যাচ্ছে। সরকার বাস বন্ধ রেখে আমাদের নেতাকর্মীদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না

খুলনায় সমাবেশ সফল করতে মেহেরপুরে বিএনপির প্রচারপত্র বিলি

২২ অক্টোবর বিএনপির খুলনার বিভাগীয় গণসমাবেশ সফল করতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের পক্ষ থেকে শহরে প্রচারপত্র বিলি করা

হয়।

জ্বালানি তেল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, দলীয় কর্মসূচিতে গুলি করে নেতা-কর্মীদের হত্যার প্রতিবাদ এবং নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে বিএনপি বিভাগে বিভাগে এ সমাবেশ কর্মসূচি পালন করছে।

বৃহস্পতিবার মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়কে প্রচারপত্র বিলি করা হয়। প্রচারপত্র বিলিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামান বাবলু, বিএনপি নেত্রী রোমানা আহমেদ, সাইয়েদাতুন নেছাসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রচারপত্র বিলিতে অংশ নেন।

এসময় মাসুদ অরুন বলেন, একটি অগণতান্ত্রিক সরকার জনগনের অধিকারের সংগ্রামকে বাধাগ্রস্থ্য করবে এটাই স্বভাবিক। আমরা দেখলাম চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহের সমাবেশে সরকার তার অপশক্তি দিয়ে বাধা দেওয়ার পরও জনতার উত্তাল সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে । আমরা জনগনের প্রতি আস্থা রাখতে চাই এই ব্যর্থ ও অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে জনগন সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে খুলনার সমাবেশ সফল করবে। চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে বড় দুটি গণসমাবেশ আয়োজনের পর খুলনার কর্মসূচিতে গণজোয়ার সৃষ্টি হবে বলে আশা করছি। খুলনার সমাবেশে লাখো মানুষের উপস্থিতি হবে। এ জন্য চলছে সর্বাত্মক প্রস্তুতি ও প্রচারণা।

“হটাও ওয়ার্কার্স, বাঁচাও বিএনপি”- আলমগীর খান ছাতু

বিএনপি গত কিছুদিন ধরে সারাদেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে সমাবেশ, মিছিল বা বিক্ষোভের মত কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে। সরকারি বিরোধী এই কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে সম্প্রতি দেশের অন্তত বিশটি জেলায় বিএনপির নেতা-কর্মিদের সাথে ক্ষমতাসীন আওয়াামী লীগ বা পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা দেশের সব সংবাদমাধ্যমে খবর হয়েছে।

পনেরো বছর ধরে বিএনপি যে ক্ষমতার বাইরে রয়েছে, এটি বিএনপির জন্য তৈরী হয়েছে বড় সঙ্কট। এই সংকটের কথা দলের তৃণমুলের কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে শীর্ষ নেতারাও স্বীকার করছেন। তবে তৃণমুলের নেতা কর্মীদের এখন একটাই বার্তা, কেন্দ্রীয়ভাবে যে কর্মসূচি দিচ্ছে, সেগুলোতে আমাদের সংঘবদ্ধভাবে অংশ নিয়ে রাজনৈতিক মাঠের অবস্থান শক্ত করা” অথচ, মেহেরপুর জেলা বিএনপির এখন বিভক্তির রাজনীতি নিয়ে নেতাদের মধ্যে কাঁদা ছুঁড়োছুড়ি লক্ষ করা যাচ্ছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার স্পেশাল আয়োজন জনগুরত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেও সাক্ষাৎকার। “মেহেরপুর জেলা বিএনপির বিভক্তির রাজনীতি ও নেতাদের ভাবনা” আজকের বিশেষ আয়োজনে বিশেষ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ সভাপতি বর্ষিয়ান নেতা আলমগীর খান ছাতু। স্বাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন

মেহেরপুর প্রতিদিন : কেমন আছেন ?
আলমগীর খান ছাতু : আলহামদুলিল্লাহ, ভাল আছি

মেহেরপুর প্রতিদিন : রাজনীতিতে কবে এসেছেন ?
আলমগীর খান ছাতু: আমি ১৯৯৬ সালে বিএনপির রাজনীতিতে জড়িত হই। মুলত, আমি ৮০ দশক থেকে রাজনীতিতে আসি। প্রথমে জাতীয় পার্টির মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। ৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বিএনপির রাজনীতিতে আমি সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়ি। আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়েই বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলাম।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মেহেরপুরের বিএনপির রাজনীতির ইতিহাস সমন্ধে কিছু বলেন:
আলমগীর খান ছাতু : মেহেরপুরে বিএনপির রাজনীতির একটি সোনালী অতীত রয়েছে। জেলায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ আলী দলটিকে একটি উচ্চ মাত্রায় নিয়ে গেছেন। এই জেলা বিএনপির একটি শক্তিশালী ঘাটি রয়েছে। জেলার মানুষ শহীদ জিয়া এবং তার সৃষ্ঠ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপিকে মনে প্রাণে ভাল বাসেন। তাই সব সময় বিএনপিকে নিরুঙ্কুশভাবে বিজয়ী করে আসছেন। এখনো অবাধ নিরপেক্ষ ভোট হলে জেলাবাসি বিএনপির প্রার্থীকে বিপুল ভোট দিয়ে বিজয়ী করবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ক্ষমতার বাইরে থেকেও আপনারা বিভক্তির

রাজনীতি করছেন, এটা দলের মধ্যে ইফেক্ট পড়ছে কিনা?
আলমগীর খান ছাতু: মুলত, ওয়ার্কার্স পার্টির দলে নেতৃত্বের প্রাধান্যের কারনে মেহেরপুর জেলা বিএনপিতে বিভক্তি শুরু হয়েছে। বিএনপির মুল ধারার নেতা কর্মীদের বাদ দিয়ে ওয়ার্কার্স থেকে আসা নেতা কর্মীদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। প্রথম থেকেই মুল ধারার বিএনপি কর্মীদের মধ্যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। “হটাও ওয়ার্কাসর্, বাঁচাও বিএনপি” শ্লোগান দিয়ে তখন বিএনপির অভ্যন্তরে আন্দোলন শুরু হয়। ওয়ান ইলেভেনের সময় জেলা বিএনপির তৎকালিন নেতৃত্ব দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কারণেও মুল ধারার বিএনপি নেতা কর্মী ও ওয়ার্কার্স থেকে আসা নেতা কর্মীদের মধ্যে বিভক্ত তৈরী হয়েছে। এখন পর্যন্ত সেই বিভক্তি প্রকট আকারই রয়ে গেছে। দলের মুল নেতৃত্ব আলাদা অফিস নিয়ে এখনো রাজনীতির কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে, মেহেরপুর জেলা, উপজেলাগুলো, পৌর এবং ইউনিয়ন কমিটি গুলো দীর্ঘদিন যাবৎ পুর্নগঠণ না হওয়ায় মুল ধারার বিএনপি’র অনেক নেতা কর্মীই এখন নিস্ক্রিয় হয়ে গেছেন।
এছাড়া জেলা বিএনপির যে কমিটি হয়েছে সেটা এখন পর্যন্ত পরিচিতি মিটিং পর্যন্ত করতে পারেনি। এমনকি নির্বাহী কমিটির কোনো মিটিং এখন পর্যন্ত করতে পারেনি। যেটা কেন্দ্রীয় কমিটি অবগত আছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আন্দোলন সগ্রামে দলের মধ্যে আপনার ভূমিকা কতটুকু আছে?
আলমগীর খান ছাতু: ওয়ান ইলেভেনের পর দলের নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে বিএনপির নেতা কর্মীদের সুসংগঠিত করে অদ্যবধি মাঠের রাজনীতি করছি। এছাড়া দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকা সকল আন্দোলন সংগ্রামে মাঠ পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রেখে চলছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন : মেহেরপুরে ঘরোয়া মিটিং ও বৈঠক ছাড়া রাজপথের কোনো আন্দোলন সংগ্রামে আপনাদের দেখা যায়না কেনো ?
আলমগীর খান ছাতু: প্রশাসন প্রতিপক্ষ হয়ে দাড়ানোর কারণেই বিএনপির সকল আন্দোলন সংগ্রাম ঘরে করতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া দলের একটা গোষ্ঠী আওয়ামীলীগের সাথে ব্যালেন্স রাজনীতি করার কারণেও বিএনপির আন্দোলন সংগ্রাম এই জেলাতে গড়ে তোলা সম্বভ হয়নি। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে কিছু কিছু কর্মসূচী বাইরে করা হয়েছে। আগামীতে দলীয় সকল কর্মসূচী রাজপথেই করা হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন : আগামি জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আপনার ভাবনা কি ? আলমগীর খান ছাতু: নির্বাচন আমাদের মুল লক্ষ না। এখন দলের মুল লক্ষ সরকার পরিবর্তন। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের দাবী

পুরুণ। তত্বাবধায়ক সরকারের অধিনে নির্বাচনে অংশ নেওয়া।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দল আপনাকে মনোনয়ন দিলে বিভক্তি কাটিয়ে নির্বাচনী মাঠে কাজ করতে পারবেন বলে মনে হয়?
আলমগীর খান ছাতু: দল যাবে ধানের শীষ দেবে তৃণমুল থেকে জেলা পর্যায়ের সব নেতা কর্মীই তার সাথে কাজ করবে। দলের সব নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে কাজ করার পরিস্থিতি আমার আছে। নিরদলীয় নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে দল আমাকে মনোনয়ন দিলে আমি সব নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে নিতে পারবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: রাজনৈতিক ইস্যুতে আপনার নামে মামলা হয়েছে কতটি?
আলমগীর খান ছাতু : কোনো মামলা হয়নি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিএনপির নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলন আপনার ভাবনা কি?
আলমগীর খান ছাতু : কেন্দ্রীয় কর্মসূচি যেটাই দেবে সেটাই স্থানীয় বিএনপির নেতা কর্মী সফল ভাবে পালন করবে। আমি কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর সাথে একমত।

মেহেরপুর প্রতিদিন: রাজনীতিতে জেলা পর্যায়ের কোন কোন নেতা আপনার সাথে আছে-
আলমগীর খান ছাতু: বিএনপির মুল ধারার রাজনৈতিক সকল নেতা কর্মীই আমার সাথে রাজনীতি করছে। ওয়ান ইলেভেনের সময় যেসব নেতা বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে হটাতে চেয়েছিলেন। তাদেরকে মুল ধারার রাজনীতিকরা মনে প্রাণে অপছন্দ করেন। তারাই আবার কিছু নেংটা ছেলেদের নিয়ে মাঠে ময়দানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তাদের মানুষ ভাল চোখে দেখেনা।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন চেয়েছেন কিনা?
আলমগীর খান ছাতু: আমি ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছিলাম। দলের কাছে মেহেরপুর-১ আসনের দলীয় টিকিট দাবী করি। পরে ২০১৮ সালে বিএনপি মেহেরপুর-১ আসনে দুজনের নাম ঘোষণা করে। সেখানে আমি দলীয় প্রার্থীর তালিকাতে ছিলাম।

মেহেরপুর প্রতিদিনি : আপনাকে ধন্যবাদ
আলমগীর খান ছাতু : আপনাকেও ধন্যবাদ।